সংবাদ

তারিখ ... 10 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ......৩..

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনা

দেশবাসী যেটা দেখেছে পুলিশ সেটা দেখতে পায়নি!

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান কান ধরে ওঠবস করতে বাধ্য করার পরও পুলিশি প্রতিবেদনে তার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু নারায়ণগঞ্জবাসীই নয়, গোটা দেশবাসী ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সেই দৃশ্য সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র শিক্ষকবৃন্দ এই দৃশ্যে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। দেশব্যাপী মানববন্ধন থেকে শুরু করে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে তারা এর প্রতিবাদও জানিয়েছেন। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ পুলিশের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে দাখিল করা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনাটি উত্তেজিত জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আকস্মিকভাবে ঘটেছে। শ্যামল কান্তি ও সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান দুজনই নাকি উদ্ভূত পরিস্থিতির শিকার। এতে প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তবে প্রতিবেদনটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে দাবি করেছেন এ মামলার পক্ষভুক্ত উকিল এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রসহ অন্যরা। ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ তুলে গত ১৩ মে শিক্ষক শ্যামল কান্তিকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সবার সম্মুখে লাঞ্ছিত করা হয়। সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অঙ্গুলি নির্দেশে শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছেন। সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান নিজেই স্বীকার করেছেন, পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং শ্যামল কান্তিকে রক্ষা করতেই তিনি নিজে তাকে শাস্তি দিয়েছেন। এরপর পুলিশ কীভাবে তদন্তে তার সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পায় না সেটা আমাদের বোধগম্য নয়।

এ ঘটনায় সেলিম ওসমানের সংশ্লিষ্টতা নেই, তিনি পরিস্থিতির শিকার, পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদনে দেয়া এ ধরনের মন্তব্য অসত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে দেশবাসী যদি অন্ধ এবং স্মৃতিভ্রষ্ট হয়, তাহলেই নারায়ণগঞ্জ পুলিশের এই প্রতিবেদন মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে দেশবাসী চক্ষুষ্মান এবং পুলিশও চক্ষুষ্মান। এটাই বুঝতে আর বাকি থাকে না যে ক্ষমতাধর সেলিম ওসমানকে সুরক্ষা দিতেই প্রভাবিত হয়ে পুলিশ এই প্রতিবেদনটি দিয়েছে। নারায়ণগঞ্জ পুলিশ এখানে সেলিম ওসমানের প্রতিপালিত বাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

২৯ মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গঠিত তদন্ত কমিটিও প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তির কোন অপরাধের প্রমাণ পায়নি। নারায়ণগঞ্জ পুলিশকে এই প্রতিবেদন পরিবর্তন করতে হবে এবং প্রকৃত সত্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন দিতে হবে। তা না হলে পুলিশের ওপর দেশবাসীর ন্যূনতম আস্থাও আর থাকবে না। দেশবাসী নিজেদের চোখে যেখানে প্রত্যক্ষ করল সেলিম ওসমান নিজ হাতের অঙ্গুলি দিয়ে ওঠবসের নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে তার সংশ্লিষ্টতা নেই বা পরিস্থিতির শিকার এ জাতীয় মন্তব্য শুধু মিথ্যাচারই বটে।

দেশবাসী চায় এই মিথ্যা পুলিশি প্রতিবেদন প্রত্যাহার করা হোক। তা না হলে এক সেলিম ওসমানকে রক্ষা করার জন্য দেশবাসীর প্রত্যক্ষ করা সত্যকে অস্বীকার করা সরকারের জন্যই ক্ষতিকর হবে।

বিষয়টি সরকারের উচ্চমহলকেও বুঝতে হবে। সেদিনের ঘটনায় সেলিম ওসমানের অপরাধের বিচার হোক, এটাই দেশবাসী প্রত্যাশা করে। তা না হলে শিক্ষক নির্যাতনের কিংবা মানুষকে এভাবে অপমান করার মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথা অব্যাহত থাকবে।